যুগান্তর

তারিখ ... 11 FEB 2015

কুমিল্লায় জমজমাট কোচিং বাণিজ্য

ময়নাল হোসেন, *কুমিল্লা থেকে*

কুমিল্লায় মন্ত্রণালয়ের জারি করা নীতিমালা উপেক্ষা করে চলছে জমজমাট কোচিং বাণিজ্য। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই কোচিং ব্যবসায় জড়িত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কোচিং ব্যবসা খুলে বসেছেন। জেলার ১৬ উপজেলার প্রায় স্কুলেই প্রথম থেকে পঞ্চম ও অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগে বিভিন্ন নামি-দামি স্কুলের শিক্ষকরা কোচিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও এখন প্রায় সব স্কুল শিক্ষক এ ব্যবসা শুরু করেছেন। স্কুল থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লায় তারা কোচিং সেন্টার বসিয়ে জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনো কোনো শিক্ষক নিজের বাসা-বাড়িতে কোচিং চালু করছেন। এ বছর কোচিং ফি ও দ্বিগুণহারে বেড়ে গেছে। প্রথম থেকে দ্বিতীয় ৮০০ থেকে ১ হাজার তৃতীয় থেকে চতুর্থর ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০, পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০, সপ্তম থেকে অষ্টম ১ হাজার ৯০০ থেকে ২ হাজার ১০০ এবং নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ২ হাজার থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, কুমিল্লার ১৬ উপজেলায় স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু বইয়ের অধ্যায় ধরে পড়ান। ক্লাসে কোনো পড়া বুঝিয়ে দেন না। ফলে পঞ্চম ও অষ্টম এবং নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা স্কুলের কোচিং শেষ করে অন্য স্কুলের শিক্ষকের কাছে বা তাদের কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়ছে। সেখানে বাংলাসহ সব বিষয়ে কোচিং করানো হয়। অভিভাবকরা সন্তানের ভালো ফলের আশায় এক কোচিং থেকে অন্য কোচিংয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। বিশেষ করে এবার প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যেসব স্কুল ভালো রেজাল্ট করেছে, সেসব স্কুলের শিক্ষকরাই কোচিং ব্যবসায় শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন। সরেজমিন অনু-সন্ধানে দেখা গেছে কুমিল্লার ১৬ উপজেলায় কয়েক শতাধিক কোচিং সেন্টার ব্যবসা করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধ নীতিমালা অনুযায়ী কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে পারেন না। নীতিমালা অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী রোল এবং তালিকাসহ উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে জানানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু কোচিং সেন্টার ব্যবসায় জড়িত শিক্ষকরা এসব নিয়ম-নীতির তোয়াক্কাই করেছেন না। সচেতন অভিভাবকরা বলেছেন, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা কোচিং বাণিজ্যকে আরও উৎসাহিত করেছে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভালো ফলের আশায় নামি-দামি কোচিং সেন্টারগুলোর পেছনে ছুটে চলছেন। এ সুযোগে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক জানান, স্কুলগুলোতে লেখাপড়া নেই বললেই চলে। পাশাপাশি স্কুলের অনেক শিক্ষকের সহযোগিতায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। শুধু এসব কোচিং সেন্টারে সন্তানদের ভর্তি করিয়ে লাভ হচ্ছে না। বাড়িতেও প্রতিটি বিষয়ে টিউটর রাখতে হচ্ছে। সামর্থ্যবানরা সন্তানদের সুবিধা দিতে পারলেও স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের খরচ জোগাতে চরমভাবে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেকে প্রাইভেট বা কোচিং কোনোটিই দিতে পারছেন না। ফলে বিত্তবানদের সন্তানরা ভালো ফল করছে, আর এর কৃতিত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে।

কোচিং সেন্টারগুলো অবিলম্বে বন্ধের দাবি অভিভাবকদের